ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...OCT. 12.1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

একটি জরুরি অনুরোধ

উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের ছাত্রছাত্রীরা 'ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা' নামে একটি বিষয় পড়ছে যা ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়েছে। এর লেখক একজন মাত্র ব্যক্তি যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের অধ্যাপক। বইটি যথেষ্ট দেরি করে বাজারে এসেছিল। বইটি প্রকাশনায় যত্নের ছাপ নেই। আশা করি এ বিষয় পড়ান এমন সব শিক্ষক আমার সঙ্গে একমত হবেন। দ্বিতীয়পত্র 'ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা' অদ্যাবধি বাজারে আসেনি। একই বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো লেখকের বই না থাকাতে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। তারা দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রায় পাঁচ মাস চলছে কিন্তু বইয়ের অভাবে এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারছে না। এ বিষয়টি ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের অনেকের কাছে মুখ্য বিষয় হওয়াতে যারপরনাই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে বোর্ড, প্রকাশক, লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

উল্লিখিত বিষয়ের প্রথম পত্রের মান বন্টনও পরিষ্কার নয়। বোর্ডের সূত্রমতে ছয়টি রচনামূলক প্রশ্নে ৬x১০=৬০ নম্বর, চারটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ৪x৫=২০ নম্বর এবং পরিদর্শন ও কেইস স্টাডি ২০ নম্বর। একত্রে ৬০+২০+২০=১০০ নম্বর। প্রশ্ন হলো, 'পরিদর্শন ও কেইস স্টাডি' কিভাবে হবে। এটাকি ব্যবহারিক কোনো ব্যাপার হবে, না উত্তরপত্রে লিখতে হবে এ ব্যাপারটি পরিষ্কার নয়। যদি উত্তরপত্রে লিখতে হয় তাহলে ছয়টি রচনামূলক প্রশ্ন চারটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ২০ নম্বরের কেইস স্টাডি লিখা ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করবে না? এছাড়া 'পণ্যমূল্য নির্ধারণ ও হিসাবরক্ষণ' অধ্যায়ে চূড়ান্ত হিসাব দেওয়া আছে। 'হিসাবরক্ষণ' বিষয়ে চূড়ান্ত হিসাবের নম্বর থাকে ২০। এখানে কতো হবে?

উল্লিখিত মান বন্টনে জটিলতার অবসান এবং বিশেষ করে এ বিষয়ের দ্বিতীয়পত্র 'ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা' যাতে তাড়াতাড়ি শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছায় এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি।

চিত্তরঞ্জন দেবনাথ
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা
সরকারি বৃন্দাবন কলেজ
হবিগঞ্জ